দৈনিক ইনকিলাব

168

তারিখ 9 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ

১৯৫১ সনে তৎকালীন সরকার বাধ্যতামূলক স্কীম প্রবর্তন করে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে, বহু যুগের এসই, এমভি ও এমই মাদ্রাসাগুলো উঠে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন থেকেই প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার অবনতি সূচিত হতে থাকে। নব প্রবর্তিত স্কীম কিছু দিন পর অচল হয়ে পড়লে তা বাতিল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু '৫৬ সনে আবার উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর 'মডেল' নাম দিয়ে চালু করা হয়। এ স্কীম ও বাস্তবতাবিহীন প্রতিপন্ন হলে বিলোপ করে দেয়া হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে একই শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে। ১৯৭৩ সন থেকে অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে ঘটা করে দেশের সব কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এতে নানা দিক দিয়ে সরকারী বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ চাপের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংখ্যানুপাতে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয়নি। ফলে, আজও বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই ২/৩ জন শিক্ষক দিয়ে কোন মতে চলছে। এ অবস্থার কারণে দেখা যাচ্ছে যে, পল্লীর ৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গিয়ে মূর্খ হয়ে সারা জীবন কাটায়।

তাই, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রণয়ন কালে এই বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষাকে গণমুখী করতে হলে উক্ত শিক্ষাকে ২টি স্তরে বিভক্ত করতে হবে। ১ম শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারী এবং ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৮ শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়র স্কুল হিসাবে চালু করা যেতে পারে। এবং ২য় স্তরে কারিগরি ও যুগপোমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তৃতীয় ও ৮ম শ্রেণীর শেষে দু'টি বাধ্যতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তন অবশ্যই প্রযোজ্য। ২/৩ জন শিক্ষক দিয়ে কোন মতেই ৫টি শ্রেণী চালু করা যায় না। এটা ভালভাবে দেখা গেছে যে, পল্লীর ৮৫ ভাগ বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীতে তেমন ছাত্র-ছাত্রী নেই।

দেশের বেসরকারী প্রায় বিদ্যালয়গুলোর সরকারী করা সমীচীন নয়। ওগুলোকে বর্তমান ধারায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে চালু করা দরকার। দেশে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় পাশা পাশি চালু রাখলে উভয় বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

—আবু মোহাম্মদ আদীল